বাংলাদেশ

২০১৫ সালে বাংলাদেশ নিকৃষ্ট ধরণের এই শিশু শ্রম বিলুপ্তির প্রচেষ্টায় মোটামুটি ভালোই অগ্রসর করেছিল| সরকার ২০১৩ সালের জাতীয় শিশু শ্রম জরিপের ফলাফল প্রকাশ করেছে এবং গৃহকাজের শ্রমজীবীদের সুরক্ষা এবং কল্যাণ নীতিমালা অনুমোদন করেছে যা গৃহকাজের জন্য ন্যূন্যতম বয়স ১৪ বছর নির্ধারণ করে দিয়েছে। জাতীয় শিশু শ্রম কল্যাণ কাউন্সিল, সেই সঙ্গে দুইটি বিভাগীয় শিশু শ্রম কল্যাণ কাউন্সিল শিশু শ্রম বিলুপ্তির কার্যকলাপের ব্যাপারে আলোচনার জন্য প্রথম বারের মত মিলিত হয়েছে। যাইহোক, বাংলাদেশের শিশুরা ইট উৎপাদনে, শুটকি মাছ উৎপাদনে বাধ্যকৃত শিশু শ্রমের মত নিকৃষ্ট ধরণের শিশু শ্রমের সঙ্গে জড়িত আছে| অপ্রাতিষ্ঠানিক অর্থনৈতিক খাত, যেখানে অন্তর্ভুক্ত আছে ছোট আকারের খামার, এবং রাস্তার কাজ, যেখানে শিশু শ্রম অত্যন্ত ব্যাপক কিন্তু, বর্তমান আইনের কাঠামোটি এই কাজ গুলো থেকে শিশুদেরকে কোনো সুরক্ষা দেয় না। এই আইনটিতে নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা নেই যে ১২ থেকে ১৩ বছরের শিশুরা হালকা কাজ হিসাবে সপ্তাহে কত ঘন্টা কাজ করতে পারবে। বাংলাদেশের মত একটি শ্রম শক্তির দেশে শিশু শ্রম আইনটি প্রয়োগ করার জন্য সরকারের অক্ষমতা আছে, কারণ সরকারের কাছে যথেষ্ট শ্রমিক পরিদর্শক নাই এবং শিশু শ্রমকে বিতাড়িত করার জন্য শিশু শ্রম আইন ভঙ্গের জন্য জরিমানার পরিমানও যথেষ্ট নয়।

প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে সুপারিশকৃত কর্মোদ্যোগগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে যা দ্বারা বাংলাদেশ্ নিকৃষ্ট ধরণের শিশু শ্রম সহ শিশু শ্রম বিলুপ্তির পথে অগ্রসর হতে পারবে।

বিষয়	সুপারিশকৃত কর্মোদ্যোগ	**সুপারিশকৃত বছর গুলি**
আইনগত কাঠামো	কোনো ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে পাচার করার ব্যাপারে পলেরমো প্রোটোকলের অনুমোদন	২০১৩ - ২০১৫
	যে সব শিশু গৃহ কাজে, রাস্তায় এবং ছোট আকারের খামার সহ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের কাজে নিয়োজিত হয় তাদের ন্যুন্যতম বয়সের সুরক্ষার বিষয়টি এই আইন নিশ্চিত করবে।	২০০৯ - ২০১৪
	১২ থেকে ১৩ বছর বয়সের শিশুদের কত ঘন্টার জন্য হালকা কাজ ও কর্ম তৎপরতার অনুমোদন দিবে, এই আইনটি নির্দিষ্টভাবে তা নিশ্চিত করবে।	২০১৫
	শিশুদেরকে বেআইনি ভাবে ব্যবহার করা থেকে ফৌজদারি আইন দ্বারা নিষিদ্ধ করা নিশ্চিত করবে, বিশেষ করে মাদক উৎপাদনের কাজে।	২০১৫
	ফৌজাদারি আইন দ্বারা শিশুদেরকে যৌন কাজে ব্যবহার করার সুযোগ নিয়ে সকল অশ্লীল প্রদর্শনীগুলির নিষিদ্ধকরণকে নিশ্চিত করবে।	২০১৫

বিষয়	সুপারিশকৃত কর্মোদ্যোগ	**সুপারিশকৃত বছর গুলি**
	এটি নিশ্চিত করবে যে আইনী কাঠামোটি যেন অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক শিক্ষার নীতিমালাকে প্রতিফলিত করে এবং তা যেন ন্যূন্যতম কাজ করার বয়সের সঙ্গে সংগতি পূর্ন হয়।	২০১২-২০১৫
প্রয়োগ	শ্রম আইন ভঙ্গের দায়ে জরিমানা এবং তলব করা, সেই সঙ্গে পরিদর্শকদেরকে শিশু শ্রম আইন ভঙ্গের জন্য জরিমানার কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করবে।	২০১৪ - ২০১৫
	শিশু আইন ভঙ্গের জন্য কতগুলি জরিমানা করা হয়েছিল সেই তথ্য প্রকাশ করবে।	২০১৩-২০১৫
	সংশ্লিষ্ট সংস্থা সমূহের মধ্যে একটি সুপারিশ করার পদ্ধতি গড়ে তুলতে হবে, যাতে নিকৃষ্ট ধরনের শিশুশ্রমে লিপ্ত শিশু শ্রমিকদের জন্য আইনগত এবং সামাজিক সেবা দেয়ার ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়।	২০১৩ -২০১৫
	বাংলাদেশের শ্রম শক্তির আকার সমতুল্য যথেষ্ট সংখ্যার শ্রমিক পরিদর্শকের নিয়োগ দেয়া।	২০০৯ -২০১৫
	অ-নিবন্ধিত কারখানা এবং ক্ষুদ্র ব্যবসা গুলোতে ঢেড় ঘন-ঘন পরিদর্শন পরিচালনা নিশ্চিত করতে হবে।	২০১৩ -২০১৫
	নিকৃষ্ট ধরনের এই শিশুশ্রম আইন প্রয়োগ করার তথ্যগুলো প্রকাশ করতে হবে, যাতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে, কতগুলি তদন্ত কর্মকর্তা আছে, কতগুলি তদন্ত হয়েছে, দোষী সাব্যস্ত হওয়ার সংখ্যা, শাস্তির সংখ্যা এবং কতগুলি দন্ড কার্যকর করা হয়েছে সেগুলি।	২০১২ - ২০১৫
	পুলিশকে সাজ-সরঞ্জাম দিতে হবে যাতে তারা মানবপাচার, বাধ্যশ্রম এবং যৌনতাকে বাণিজ্যকভাবে ব্যবহারের কাজে আইন লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে কার্যকর করতে পারে।	২০১৪ - ২০১৫
নীতিমালাসমূহ	জাতীয় শিক্ষানীতি মালায় শিশুশ্রম বিলুপ্তি এবং প্রতিরোধের কৌশলগুলোকে সম্পৃক্ত করা।	২০১৪ - ২০১৫
সামাজিক কার্যক্রমসমূহ	এরকম কার্যক্রম নেওয়া যা শিক্ষা গ্রহণের সাথে সম্পৃক্ত নিবৃত্তমুলক অর্থ দানের বিষয়গুলির উপর মনোযোগ দেবে।	২০১৩-২০১৫